চট্টগ্রাম আর্কাইভ্জ
৪৪৭

কথিকা

Blank
16.5.71
Evening.

আমরা যুদ্ধ চাইনি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

আমরা যুদ্ধ চাইনি। আমরা যুদ্ধ চাইনা। যুদ্ধ মানব-সভ্যতার অভিশাপ। যুদ্ধ আনে ধ্বংসের বিভীষিকা। মানবতার মৃত্যু।

তবু আমরা যুদ্ধ করছি। কারণ যুদ্ধ না করে আমাদের উপায় ছিলোনা। পশ্চিম পাকিস্তানী হায়েনা শাসকচক্র চক্রান্ত করে যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তারা আমাদের ধ্বংস করার জন্য হিংস্র হায়েনার ন্যায় নখর তুলেছে। ওরা বাংলার মানুষকে চিরতরে নিঃশেষ করে ফেলার জন্য হীন ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে। ওরা এখন খোলাখুলি আক্রমণ করেছে নিরীহ বাঙালীদের — হত্যা করছে নির্বিচারে — নির্যাতনের দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের উপর। নিরস্ত্র বাঙালীকে নিঃশেষ করার জন্য বর্বরেরা ব্যবহার করছে ট্যাঙ্ক - কামান - মেশিনগান - বিমানের মতো মারাত্মক মারণাস্ত্র।

একদিকে ওরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, শহর করছে ধ্বংস — নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করছে চরম নৃশংসতাকে — অন্যদিকে বর্বরেরা চীৎকার করে বলছে এ আমাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপার। বিশ্বজনীর চোখে ধুলো দেবার জন্য এ ওরা প্রচার করছে — আমরা সৃষ্টি দুষ্কৃতিকারী আর চিকিৎসকরাতাদের হত্যা করছি; তাড়িয়ে দিচ্ছি বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের কাছীদের।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই — ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে প্রতিটি ও অত্যাচারী শাসক উৎখাত না করে পারেনি। বিশ্বের ওর চেতনাকে রোধ করতে পারেনি। তাই ওরা আমাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না করেই টুঁটি চেপে ধরতে চাইছে। ওরা বিশ্বের কাছে মিথ্যা ভাঁওতা দিয়ে, আমাদের নিরস্ত্র করে ফেলে নির্বিচারে হত্যা করছে লাখে-লক্ষে-কোটিতে। ইতিহাসের বিভীষিকা হিটলার-মুসোলিনী-চেঙ্গিস-তৈমুর — হত্যার মেশিনারীর মাধ্যমে, আমরা দেখেছি — ইতিহাসের বিভীষিকা আবার ফিরে আসছে।

ঐ পাকিস্তানের তথাকথিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁন ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রকৃত সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক আইয়ুব খাঁনের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। তিনি ওয়াদা করেছিলেন - গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য তিনি সবকিছু করবেন, ব্যবস্থা করবেন অবাধ নির্বাচনের।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

বাংলার মানুষ আস্থা স্থাপন করেছিলেন তাঁর কথায়। ১৯৭০-এর ভিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের বিপুল ভোট মানুষ তাই — সারা দিয়েছিলো বাংলার আকাঙ্ক্ষার জনতা। আর এ নির্বাচনে বাংলার স্বাধিকারের পক্ষপাতে দাঁড়িয়ে বহুরকম লোক মুক্তিকল্প বহু মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট 3 প্রাদেশিক পরিষদে লাভ করেছিলো আর এক অটি আসন।

আমরা জানি, বর্তমানের ভঙ্গীর আমলেরোগী ঐ নির্বাচনকে স্বীকার করে নিয়েছিলো, কিন্তু তারা তবেও ভয়াবহ বুঝতে করেনি। ভোটীয় পরিষদের অধিবেশন না ডেকে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত প্রকাশের কোনো সুযোগ না দিয়ে — ভঙ্গীর আমলকচক্র ২৬শে মার্চে বে-আইনী ঘোষণা করলো বাংলার মানুষের মত-প্রকাশের কণ্ঠ স্তব্ধ করে। চিন্তা-প্রবাহকে! এমন নজির আর কোথাও আছে কি?

সামরিক আমলের ফুরা তুলেছে — বিশ্বিদ্যালয়কে তারা করেছে। আর বাংলার মানুষের উপর তারা নির্যাতনের চালিয়েছে অবিরত বিভীষিকা।

কিন্তু প্রশ্ন করি — মানুষ তত বেশী মানুষের স্বাধীকারের দাবীকে তারা রোধ করতে পেরেছে? বেশী বেশী মানুষের হত্যাকারীরা হয়েছে দমনের পরিমাণ পরাজিত। কারা তবে একাত্তরের মানুষের ? আর তবে পৃথিবীকে আজকে মানুষ দিতে চায় — মানুষ হত্যা করে, বোমারু ফেলে বাংলা মানুষকে নতুনভাবে বাংলাকে ফুলে ফলে — তারা চায় মানুষ বেঁচে থাকতে, বেঁচে থাকতে মানুষের মত। বাংলার মানুষ তাই বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের মানুষ বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। যারা বাংলার মানুষকে ভালোবাসে, তারা বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়াবে। বাংলার মানুষ তাই বিশ্বের মানুষের পাশে দাঁড়াবে।

বাংলার মানুষ তাই বিশ্বের মানুষের পাশে দাঁড়াবে।